৭৮

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ১৯৯৭
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দুটি কথা

জাতির উন্নয়নে শিক্ষার বিকল্প নাই। সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়াছেন। সেইসাথে ডঃ কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট যুগোপযোগী করিয়া বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলিতেছে বলিয়াও জানা যায়। এই প্রসঙ্গে দুইটি বিষয়ের প্রতি, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমার এই পত্র লেখা।

সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়, শ্রেষ্ঠ কমিটি বিভিন্ন স্তরে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষকদের শিক্ষাদানে উৎসাহ প্রদান এবং জাতীয়ভাবে সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিয়াছেন। সরকারের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় হিসাবে জেলা পর্যায়ে স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়গুলির পুরস্কার শুধু বিদ্যালয়কে পুরস্কৃত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষককে পুরস্কৃত করা উচিত বলিয়া আমি মনে করি। এই ব্যবস্থা শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক সুফল বহিয়া আনিতে পারে।

আমার অপর বক্তব্য ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করার সুপারিশ প্রসঙ্গে। প্রস্তাবটি ভাল হইলেও ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, প্রাথমিক পর্যায়ে একসঙ্গে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় থানা ও জেলা পর্যায়ে "শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়" হিসাবে স্বীকৃত বিদ্যালয়গুলি এবং মডেল বিদ্যালয়গুলিকে প্রাথমিক অবস্থায় ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যাইতে পারে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম এখনই শুরু করা প্রয়োজন।

আশা করি, বর্তমান গণতান্ত্রিক ও শিক্ষানুরাগী সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে শিক্ষার উন্নয়নে বিষয় দুইটি ভাবিয়া দেখিবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

—শ,ম, জয়নাল আবেদীন, ৮৫, মধ্য পীরেরবাগ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।